International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 166-169
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 17-03-2026
Accepted: 03-04-2026
Publish : 06-04-2026

Sunanda Dey
Research scholar,
Sri Sitaram Vaidic Adarsha Sanskrit Mahavidyalaya. Kolkata
Under Central Sanskrit University.
New Delhi.

Correspondence:
Sunanda Dey
Research scholar,
Sri Sitaram Vaidic Adarsha Sanskrit Mahavidyalaya. Kolkata
Under Central Sanskrit University.
New Delhi.

নাট্যশাস্ত্রে আলোচিত কতিপয় অঙ্গহারের সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

' A critical discussion on Angahara depicted in natyashastram'

Sunanda Dey

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19463730

সারাংশ -

ভারতবর্ষে নাট্যকলার উদ্ভব ও বিকাশে আচার্য ভরত মুনি রচিত নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৩৬ টি অধ্যায়ে রচিত ৬০০০ শ্লোক সমন্বিত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থটির রচনাকাল বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীকে এই গ্রন্থের রচনা কাল রূপে মনে করা হয়। নাট্যতত্ত্ব সমৃদ্ধ এই গ্রন্থের উপর অসংখ্য টিকা বর্তমান থাকলেও আচার্য অভিনব গুপ্ত বিরচিত 'অভিনবভারতী' টিকা নাট্যশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও সর্বজন গ্রাহ্য টীকা রূপে পরিচিত। এই গ্রন্থে নাটকের উৎপত্তি, প্রয়োজন, নাট্যশালা নির্মাণ, রঙ্গ পূজা, তাণ্ডব নৃত্য, করণ, অঙ্গহার, রস নিরূপণ, ভাব নিরূপণ, আঙ্গিক অভিনয়, উপাঙ্গের অভিনয়, চারী বিধান, মন্ডলভেদ, গতি প্রচার, স্থান বিভাগ, বাচিক অভিনয়, ছন্দ প্রয়োগ, বৃত্ত ভেদ, ৩৬প্রকার লক্ষণের নাম ও বর্ণনা, দশ প্রকার রূপকের লক্ষণ, ইতিবৃত্ত-অবস্থা-সন্ধি-অর্থোপক্ষেপক, আহার্য অভিনয়ের নির্দেশ, সামান্য অভিনয়ের নিরূপণ, চিত্রাভিনয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের 'তাণ্ডববিধান' নামক চতুর্থ অধ্যায়ে তান্ডব নৃত্যের বিস্তৃত বর্ণনার পর করণ ও অঙ্গহারের বর্ণনা উপলব্ধ হয়। নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে দেখা যায় যে পূর্বরঙ্গের বর্ণনার পর গতি এবং স্থিতি এই দুইভেদে 108 প্রকার করণের উল্লেখ করে ৩২ প্রকার অঙ্গহারের উল্লেখ করেছেন আচার্য ভরত মুনি। এই ৩২ প্রকার অঙ্গহারের নাম হলো - ১.স্থিরহস্ত, ২.পর্যস্তক,৩.সূচিবিদ্ধ, ৪.অপবিদ্ধ, ৫.আক্ষিপ্তক ৬.উদ্ঘট্টিত, ৭.বিষ্কম্ভক, ৮.অপরাজিত, ৯.বিষ্কম্ভাপসৃত ১০.মত্তাক্রীড়, ১১.স্বস্তিকরেচিত, ১২.পার্শ্ব-স্বস্তিক, ১৩.বৃশ্চিকাপসৃত, ১৪.ভ্রমর, ১৫.মতস্খলিত, ১৬.মদবিলসিত, ১৭.গতিমণ্ডলক, ১৮. পরিচ্ছিন্ন, ১৯.পরিবৃত্তচিত, ২০.বৈশাখরেচিত ২১.পরাবৃত্ত ২২.অলাতক, ২৩.পার্শ্বচ্ছেদক, ২৪.বিদ্যুদ্ভ্রান্ত, ২৫.উরুদ্বৃত্ত, ২৬.অলীঢ়, ২৭.রেচিত, ২৮.আচ্ছুরিত, ২৯.আক্ষিপ্তরেচিত ৩০.সম্ভ্রান্ত, ৩১.অপসর্প, ৩২.অর্ধনিকুট্টক । এই শোধপত্রে ৩২প্রকার অঙ্গহারের মধ্যে কতিপয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

সংকেত শব্দাবলী - নাট্যশাস্ত্র, পূর্বরঙ্গ, করণ, অঙ্গহার

ভূমিকা -

ভারতবর্ষে নাট্যকলার উদ্ভব ও বিকাশে আচার্য ভরত মুনি রচিত নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৩৬ টি অধ্যায়ে রচিত ৬০০০ শ্লোক সমন্বিত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থটির রচনাকাল বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীকে এই গ্রন্থের রচনা কাল রূপে মনে করা হয়। নাট্যতত্ত্ব সমৃদ্ধ এই গ্রন্থের উপর অসংখ্য টিকা বর্তমান থাকলেও আচার্য অভিনব গুপ্ত বিরচিত 'অভিনবভারতী' টিকা নাট্যশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও সর্বজন গ্রাহ্য টীকা রূপে পরিচিত। এই গ্রন্থে নাটকের উৎপত্তি, প্রয়োজন, নাট্যশালা নির্মাণ, রঙ্গ পূজা, তাণ্ডব নৃত্য, করণ, অঙ্গহার, রস নিরূপণ, ভাব নিরূপণ, আঙ্গিক অভিনয়, উপাঙ্গের অভিনয়, চারী বিধান, মন্ডলভেদ, গতি প্রচার, স্থান বিভাগ, বাচিক অভিনয়, ছন্দ প্রয়োগ, বৃত্ত ভেদ, ৩৬প্রকার লক্ষণের নাম ও বর্ণনা, দশ প্রকার রূপকের লক্ষণ, ইতিবৃত্ত-অবস্থা-সন্ধি-অর্থোপক্ষেপক, আহার্য অভিনয়ের নির্দেশ, সামান্য অভিনয়ের নিরূপণ, চিত্রাভিনয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রের 'তাণ্ডববিধান' নামক চতুর্থ অধ্যায়ে তান্ডব নৃত্যের বিস্তৃত বর্ণনার পর করণ ও অঙ্গহারের বর্ণনা উপলব্ধ হয়। নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে দেখা যায় যে ব্রহ্মার আদেশে আচার্য ভরতমুনি সৌন্দর্য বেষ্টিত হিমালয় পর্বতের শিখরে পূর্বরঙ্গ বিধানপূর্বক প্রথমে 'অমৃতমন্থন' নামক সমাবকার অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করেন এবং তারপর মহাদেবের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে 'ত্রিপুরদাহ' নামক ডিম উপস্থাপন করেন। নাটক শুরু হওয়ার পূর্বে বিঘ্ন নাশের জন্য নট দ্বারা পূর্ব রঙ্গের বিধান করা হয়। 'ত্রিপুরদাহ' এই ডিম শ্রেণীর রূপকটি যেহেতু শিবচরিত অবলম্বনে রচিত তাই সেখানে ভগবান শিব কে প্রসন্ন করার জন্যই 'ত্রিপুরদাহ' রূপকটি পরিবেশিত হয়। এই দুটি রূপকের উপস্থাপনায় মহাদেব প্রসন্ন হন কিন্তু তিনি বলেন এই অভিনয় নৃত্য বিহীন হওয়ায় তা অধিক চিত্তরঞ্জক হয়নি। তাই তিনি এই অভিনয়কে অধিক চিত্তাকর্ষক করার জন্য করণ এবং অঙ্গহারের সঙ্গে যুক্ত নৃত্যের সৃষ্টির কথা তন্ডু কে আদেশ দিয়ে বলেন তিনি যেন এই অঙ্গহার এবং করণের সঙ্গে যুক্ত নৃত্তের শিক্ষা ভরতমুনিকে প্রদান করেন। এইভাবে নাট্য প্রয়োগে করণ এবং অঙ্গহার সংযুক্ত নৃত্তের

যোজনা করা হয়। এইভাবে নৃত্ত ও নাট্যের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে যায়। পূর্বে নৃত্তবিহীন যে পূর্বরঙ্গ ছিল তা হল শুদ্ধ পূর্বরঙ্গ। শিব দ্বারা নির্দিষ্ট বিবিধ করণ এবং অঙ্গহারের দ্বারা বিভূষিত সুকুমার এবং উদ্ধত নৃত্তের প্রয়োগ তথা গীত এবং বাদ্যের সংযোজনায় যে পূর্বরঙ্গ সৃষ্টি হল তা চিত্র-পূর্বরঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। এই চিত্রপূর্বরঙ্গ আবার দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট উভয়প্রকার ফল দানের মাধ্যমে বিচিত্রতা উৎপাদন করে, তাই এটি অধিক চিত্তাকর্ষক। অঙ্গহার বিষয়ে জানতে গেলে আগে আমাদের করণ প্রসঙ্গে জানতে হবে। কারণ 'করণে'র দ্বারাই অঙ্গহারের নিষ্পত্তি হয়। নৃত্তে হাত এবং পায়ের বিভিন্ন গতি ও স্থিতিকে করণ বলা হয়। নাট্যশাস্ত্রে করণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

তান্যতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি নামতঃ কর্মতস্তথা।

হস্তপাদসমাযোগো নৃত্যস্য করণং ভবেত্।।30।।[i]

অর্থাৎ নৃত্যে হস্তপাদাদির সমন্বয়ই হল করণ। নৃত্যে অলংকরণ পূর্বক অঙ্গের সঞ্চালনই হল ক্রিয়া আর এই ক্রিয়ার স্বরূপ হল হস্তপাদাদির সমন্বয়। হস্তের দ্বারা উপলক্ষিত হয় শরীরের পূর্বভাগের অঙ্গ ও উপাঙ্গ এবং পাদ-এর দ্বারা উপলক্ষিত হয় শরীরের অপরভাগের অঙ্গ, কটি, উরু, জঙ্ঘা, চরণ ইত্যাদির সংগতির মাধ্যমে সঞ্চালন। নৃত্তের ক্রিয়া হল নৃত্তকরণ। তাই নাট্যশাস্ত্রে করণের স্থানে নৃত্তকরণ পদের উল্লেখ করা হয়েছে।

অঙ্গহারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় -

আচার্য অভিনব গুপ্তের মতে গতি এবং স্থিতি এই দুইভাবে করণ সম্পন্ন হয়। গতির ক্ষেত্রে চারীর প্রয়োগ হয়। গতিতে অঙ্গের বিভিন্ন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় আর স্থিতির ক্ষেত্রে স্থানক প্রয়োগ হয়। এক্ষেত্রে নর্তক এক স্থানে অধিষ্ঠিত থেকেই অঙ্গ সঞ্চালন করে। এই দুই গতি ও স্থিতির সম্মিলিত রূপের দ্বারাই করণ সম্পন্ন হয়। অঙ্গহার নির্মাণে করণের বিনিয়োগ আবশ্যক। যদিও গতিভেদের উপর ভিত্তি করে করণ অনন্ত হতে পারে তবুও নাট্যশাস্ত্রে অঙ্গহারের উপযোগী 108 প্রকার করণের উল্লেখ করা হয়েছে। তলপুষ্পপুট, বর্ত্তিত, বলিতরু, অপবিদ্ধ, সমনখ, লীন, স্বাস্তিকরেচিত, মন্ডলস্বস্তিক, নিকুট্টক, অর্ধনিকুট্টক, কটিছিন্ন , অর্ধরেচিত, বক্ষঃস্বস্তিক, উন্মত্ত, স্বস্তিক, পৃষ্ঠস্বস্তিক, দিকস্বস্তিক, অলাত, কটিসম, আক্ষিপ্ত ইত্যাদি ১০৮ প্রকার করণের উল্লেখ নাট্যশাস্ত্রে আচার্য ভরত মুনি উল্লেখ করে। আচার্য ভরত মুনির মতে করণ থেকেই অঙ্গহারের নিষ্পত্তি। দুটি নৃত্তকরণের যোগে নৃত্তমাতৃকা তৈরি হয়। তিনটি করণের সমন্বয়ে তৈরি হয় কলাপ। চারটি করণের যোগে গঠিত হয় খন্ডক। পাঁচটি করণের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় সংঘাত। ছয়-সাত-আট-নয়টি করণের সম্মিলনেও অঙ্গহার তৈরি হয় । অঙ্গহারে করণের সংখ্যার পরিবর্তন অর্থাৎ কম বা বেশি হতে পারে । দুই তিন চার মাতৃকার যোগেও অঙ্গহার তৈরি হতে পারে। ১০৮ প্রকার করণের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর আচার্য ভরতমুনি করণের দ্বারা বিশিষ্ট অঙ্গহারের নিরূপণ করেছেন। 'হরস্য চায়ং হারঃ' এই বুৎপত্তি অনুসারে 'হার' কথার অর্থ প্রয়োগ। অঙ্গের দ্বারা সম্পাদ্য প্রয়োগই হলো **অঙ্গাহার**। নাট্যশাস্ত্রে ৩২ প্রকার অঙ্গহারের উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ প্রকার অঙ্গহার ত্রস্ততাল এবং ১৬ প্রকার অঙ্গহার চতুরস্র তাল অনুসারে বলা হয়েছে। এই ৩২ প্রকার অঙ্গহারের নাম হলো -

নানাকরণসংযুক্তান্ব্যাখ্যাস্যামি সরেচকান্।
স্থিরহস্তোঽঙ্গহারস্তু তথা পর্যস্তকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯ ॥
সূচীবিদ্ধস্তথা চৈব হ্যপবিদ্ধস্তথৈব চ।
আক্ষিপ্তকোঽথ বিজ্ঞেয়স্তথা চোদ্ধট্টিতঃ স্মৃতঃ ॥ ২০ ॥
বিষ্কম্ভশ্চৈব সম্প্রোক্তস্তথা চৈবাপরাজিতঃ।
বিষ্কম্ভাপৃতশ্চৈব মত্তাক্রীড়স্তথৈব চ ॥ ২১ ॥
স্বস্তিকো রেচিতশ্চৈব পার্শ্বস্বস্তিক এব চ।
বৃশ্চিকাপসৃতঃ প্রোক্তো ভ্রমরশ্চ তথাপরঃ ॥ ২২ ॥
মত্তস্খলিতকশ্চৈব মদাদ্বিলসিতস্তথা।
গতিমণ্ডলকো জ্ঞেয়ঃ পরিচ্ছিন্নস্তথৈব চ ॥ ২৩ ॥
পরিবৃত্তচিতোঽথ স্যাত্তথা বৈশাখরেচিতঃ।
পরাবৃত্তোঽথ বিজ্ঞেয়স্তথা চৈবাপ্যলাতকঃ ॥ ২৪ ॥
পার্শ্বচ্ছেদোঽথ সম্প্রোক্তো বিদ্যুদ্ভ্রান্তস্তথৈব চ।
ঊরুদ্বৃত্তস্তথা চৈব স্যাদালীঢ়ডস্তথৈব চ ॥ ২৫ ॥
রেচিতশ্চাপি বিজ্ঞেয়স্তথৈবাচ্ছুরিতঃ স্মৃতঃ।
আক্ষিপ্তরেচিতশ্চৈব সম্ভ্রান্তশ্চ তথাপরঃ ॥ ২৬ ॥
অপসর্পস্তু বিজ্ঞেয়স্তথা চার্ধনিকুট্টকঃ।

দ্বাত্রিংশদেতে সম্প্রোক্তা অঙ্গহারস্তু নামতঃ।।২৭।।[ii]

১.স্থিরহস্ত, ২.পর্যস্তক,৩.সূচিবিদ্ধ, ৪.অপবিদ্ধ, ৫.আক্ষিপ্তক ৬.উদ্ধট্টিত, ৭.বিষ্কম্ভক, ৮.অপরাজিত, ৯.বিষ্কম্ভাপসৃত ১০.মত্তাক্রীড়, ১১.স্বস্তিকরেচিত, ১২.পার্শ্ব-স্বস্তিক, ১৩.বৃশ্চিকাপসৃত, ১৪.ভ্রমর, ১৫.মতস্খলিত, ১৬.মদবিলসিত, ১৭.গতিমণ্ডলক, ১৮. পরিচ্ছিন্ন, ১৯.পরিবৃত্তচিত, ২০.বৈশাখরেচিত ২১.পরাবৃত্ত ২২.অলাতক, ২৩.পার্শ্বচ্ছেদক, ২৪.বিদ্যুদ্ভ্রান্ত, ২৫.উরুদ্বৃত্ত, ২৬.অলীঢ়, ২৭.রেচিত, ২৮.আচ্ছুরিত, ২৯.আক্ষিপ্তরেচিত ৩০.সম্ভ্রান্ত, ৩১.অপসর্প, ৩২.অর্ধনিকুট্টক । উপরোক্ত ৩২প্রকার অঙ্গহারের মধ্যে কতিপয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

স্থিরহস্ত -

প্রসার্যৌত্ক্ষিপ্য চ করৌ সমপাদং প্রযেজয়েত্।
ব্যংসিতাপসৃতং সব্যং হস্তমূর্ধ্বং প্রসারয়েত্॥ ১৭৫ ॥
প্রত্যালীঢ়ং ততঃ কুর্যাত্ তথৈব চ নিকুট্টকম্।
ঊরুদ্ধৃত্তং ততঃ কুর্যাদাক্ষিপ্তং স্বস্তিকং ততঃ॥ ১৭৬ ॥
নিতম্বং করিহস্তং চ কটিচ্ছিন্নং চ যোগতঃ।

স্থিরহস্তো ভবেদেষ ত্বঙ্গহারো হরপ্রিয়ঃ॥ ১৭৭ ॥[iii]

বাহুদ্বয়ের প্রসারণ, উৎক্ষেপণ, সমপাদ স্থান, স্কন্ধের সমস্থল থেকে বাম হস্ত ঊর্ধ্ব দিকে প্রসারণ করে, তারপর প্রত্যালীঢ় স্থিতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে পর্যায়ক্রমে নিকুট্টিত, উরুদ্বৃত্ত , আক্ষিপ্ত, স্বস্তিক, নিতম্ব, করিহস্ত, কটিছিন্ন করণের সমন্বয়ে যে নৃত্যানুষ্ঠান করা হয় তা স্থিরহস্ত নামক অঙ্গহার । এই অঙ্গহার শিবের অত্যন্ত প্রিয়।

পর্যস্তক -

তলপুষ্পাপবিদ্ধে দ্বে বর্তিতং সনিকুট্টকম্॥
ঊরুদ্বৃত্তং তথাক্ষিপ্তমুরোমণ্ডলমেব চ॥ ১৭৮॥
নিতম্বং করিহস্তং চ কটিচ্ছিন্নং তথৈব চ॥

এষঃ পর্যস্তকো নাম হ্যঙ্গহারো হরোদ্ভবঃ॥ ১৭৯॥[iv]

পর্যস্তক অঙ্গহারে সর্বপ্রথম তলপুষ্পপুট ও অপবিত্র নামক করণের প্রয়োগ হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে বর্ত্তিত করণ, নিকুট্টক করণ, উরুদ্ধৃত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করণের প্রয়োগ হয়। এইভাবে পর্যস্তক নামক অঙ্গহার অনুষ্ঠিত হয়।

সূচীবিদ্ধ -

অলপল্লবসূচীং চ কৃত্বা বিক্ষিপ্তমেব চ॥
আবর্তিতং ততঃ কুর্যাত্তথৈব চ নিকুট্টকম্ ॥১৮০ ॥
ঊরুদ্ধৃত্তং তথাক্ষিপ্তমুরোমণ্ডলমেব চ॥

করিহস্তং কটিচ্ছন্নং সূচীবিদ্ধো ভবেদয়ম্ ॥১৮১ ॥[v]

হাতের সাহায্যে অলপল্লব ও সূচীমুখ মুদ্রার প্রদর্শনের পর পর্যায়ক্রমে বিক্ষিপ্ত, আবর্তিত, নিকুট্টক, উরুদ্বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, করিহস্ত ও কটিছিন্ন করণ ক্রমশ প্রদর্শিত হয়ে সূচীবিদ্ধ অঙ্গহার তৈরি হয়।

অপবিদ্ধ -

অপবিদ্ধং তু করণং সূচীবিদ্ধং তথৈব চ॥
উদ্বেষ্টিতেন হস্তেন ত্রিকং তু পরিবর্তয়েত্ ॥১৮২ ॥
উরোমণ্ডলকৌ হস্তৌ কটিচ্ছিন্নং তথৌব চ॥

অপবিদ্ধোঽঙ্গহারশ্চ বিজ্ঞেয়োঽয়ং প্রযোক্তৃভিঃ॥১৮৩॥[vi]

প্রথমে অপবিদ্ধ করণ ও সূচীবিদ্ধ করণ প্রদর্শিত হওয়ার পর হাত দুটির দ্বারা উদ্বেষ্টিত করণ প্রদর্শন করে, মেরুদন্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত করে, হস্তদ্বয়ের দ্বারা উরোমন্ডল মুদ্রা প্রদর্শন করে তারপর কটিচ্ছিন্ন করণ প্রদর্শিত হলে অপবিদ্ধ নামক অঙ্গহার তৈরি হয়।

আক্ষিপ্তক -

করণং নূপুরং কৃত্বা বিক্ষিপ্তালাতকে পুনঃ॥
পুনরাক্ষিপ্তকং কুর্যাদুরোমণ্ডলকং তথা ॥১৮৪ ॥
নিতম্বং করিহস্তং চ কটিচ্ছিন্নং তথৈব চ॥

আক্ষিপ্তকঃ স বিজ্ঞেয়ো হ্যঙ্গহারঃ প্রয়োক্তৃভিঃ ॥১৮৫॥[vii]

প্রথমে নূপুর করণ প্রদর্শন করে তারপর ক্রমান্বয়ে বিক্ষিপ্ত, অলাতক, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, নিতম্ব করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করণ প্রদর্শিত হয়ে আক্ষিপ্তক অঙ্গহার সৃষ্টি হয়।

উদ্ঘট্টিত -

উদ্বেষ্টিতাপবিদ্ধস্তু করঃ পাদো নিকুট্টিতঃ॥
পুনস্তেনৈব যোগেন বামপার্শ্বে ভবেদথ॥১৮৬ ॥
উরোমণ্ডলকৌ হস্তৌ নিতম্বং করিহস্তকম্॥

কর্তব্যং সকটিচ্ছিন্নং নৃত্তে তুদ্ঘট্টিতে সদা॥ ১৮৭ ॥[viii]

যখন ডান হাতের সাহায্যে উদ্বেষ্টিত ও অপবিদ্ধ হস্ত মুদ্রা করা হয়, পদদ্বয়ের দ্বারা নিকুট্টিক করণ করা হয় এবং পুনরায় তাদের উরোমণ্ডল করণে অবস্থিত করে তারপর পর্যায়ক্রমে নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করণ প্রদর্শিত হলে উদ্ঘট্টিত অঙ্গহার সৃষ্টি হয়।

বিষ্কম্ভ -

পর্যায়োদ্বেষ্টিতৌ হস্তৌ পাদৌ চৈব নিকুট্টিতৌ।
কুঞ্চিতাবঞ্চিতৌ চৈব হ্যূরুদ্বৃত্তং তথৈব চ ॥১৮৮॥
চতুরশ্রং করং কৃত্বা পাদেন চ নিকুট্টকম্।
ভুজঙ্গত্রাসিতং চৈব করং চোদ্দেষ্টিতং পুনঃ ॥১৮৯ ॥
পরিচ্ছন্নং চ কর্তব্যং ত্রিকং ভ্রমরকেণ তু।

করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং বিষ্কম্ভে পরিকীর্তিতম্ ॥১৯০ ॥[ix]

প্রথমে হস্তদ্বয়ের দ্বারা উদ্বেষ্টিত করণ করতে হবে, তারপর পদদ্বয়ের দ্বারা নিকুট্টিত ও কুঞ্চিত করণ করতে হবে। তারপর উরুদ্বৃত্ত করণ প্রদর্শন করে হস্তদ্বয়ের দ্বারা চতুরস্র, পদদ্বয়ের দ্বারা নিকুট্টক, তারপর ক্রমান্বয়ে ভুজঙ্গত্রাসিত করণ, ছিন্ন ও ভ্রমরক করণ অনুষ্ঠানের পর করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করণ প্রদর্শন করে বিষ্কম্ভ অঙ্গহার সৃষ্টি হয়।

অপরাজিত -

দণ্ডপাদং করং চৈব বিক্ষিপ্যাক্ষিপ্য চৈব হি।
ব্যংসিতং বামহস্তং চ সহ পাদেন সর্পয়েত্ ॥১৯১ ॥
নিকুট্টকদ্বয়ং কার্যমাক্ষিপ্তং মণ্ডলোরসি।

করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং কর্তব্যমপরাজিতে ॥১৯২ ॥[x]

দন্ডপাদ করণ প্রদর্শনের পর হাত দুটিকে বিক্ষিপ্ত ও আক্ষিপ্ত ক্রিয়ার সাথে যুক্ত করে তারপর ব্যক্ষিপ্ত বা ব্যংসিত করণ প্রদর্শন করা হয় যেখানে বাম হাতের সঙ্গে বাম পা গতিশীল থাকে। হস্তদ্বয়ে চতুরস্র এবং পদদ্বয়ে নিকুট্টক গতি প্রদর্শিত হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে ভুজঙ্গত্রাসিতকরণ, হস্তদ্বয়ে উদ্বেষ্টিত গতি, দু'টি নিকুট্টক, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্নকরণ প্রদর্শিত হয়ে অপরাজিত অঙ্গহার সৃষ্টি হয়।

বিষ্কম্ভাপসৃত -

কুট্টিতং করণং কৃত্বা ভুজঙ্গত্রাসিতং তথা।
রেচিতেন তু হস্তেন পতাকং হস্তমাদিশেত্ ॥১৯৩ ॥
আক্ষিপ্তকং প্রযুঞ্জীত হ্যুরোমণ্ডলকং তথা।

লতাখ্যং সকটিচ্ছিন্নং বিষ্কম্ভাপসৃতে ভবেত্ ॥১৯৪ ॥[xi]

যখন কুট্টিত ও ভুজঙ্গত্রাসিত করণ প্রদর্শনের পরে রেচিত হস্তে 'পতাক' মুদ্রা প্রদর্শন করা হয় । এবং তারপর পর্যায়ক্রমে আক্ষিপ্তক , উরোমণ্ডল করণ, লতা হস্তে কটিচ্ছিন্ন করণ প্রদর্শন করলে বিষ্কম্ভাপসৃত অঙ্গহার সৃষ্টি হয় ।

মত্তাক্রীড় -

ত্রিকং সুবলিতং কৃত্বা নূপুরং করণং তথা।
ভুজঙ্গত্রাসিতং সব্যং তথা বৈশাখরেচিতম্॥ ১৯৫ ॥
আক্ষিপ্তকং ততঃ কৃত্বা পরিচ্ছিন্নং তথৈব চ।
বাহ্যভ্রমরকং কুর্যাদুরোমণ্ডলমেব চ॥ ১৯৬ ॥
নিতম্বং করিহস্তং চ কটিচ্ছিন্নং তথৈব চ।

মত্তাক্রীড়ো ভবেদেষ হ্যাঙ্গহারো হরপ্রিয়ঃ॥ ১৯৭ ।।[xii]

মত্তাক্রীড় হল শিবের বিশেষ প্রিয় অঙ্গহার। মেরুদন্ডের নিম্নভাগ ঘুরিয়ে প্রথমে নূপুর করণ প্রদর্শন করে তারপর ভুজঙ্গত্রাসিত ও বৈশাখরেচিত করণ প্রদর্শন করে তারপর ক্রমান্বয়ে আক্ষিপ্তক, ছিন্ন, বাহ্যভ্রমরক, উরোমণ্ডল, নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করণ প্রদর্শনের মাধ্যমে মত্তাক্রীড় অঙ্গহার সৃষ্টি হয়।

উপরে দশটি অঙ্গহারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। এছাড়া আরোও বাইশ প্রকার অঙ্গহারের বিস্তৃত আলোচনা নাট্যশাস্ত্রে রয়েছে।

নিষ্কর্ষ (Conclusion)

উপরিউক্ত আলোচনার নিষ্কর্ষরূপে বলা যায় যে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত নৃত্যতত্ত্ব কেবলমাত্র শৈল্পিক বিনোদনের উপায় নয়, বরং এটি এক সুসংবদ্ধ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক রূপায়ণ। আচার্য ভরতমুনি নাট্যকলার মাধ্যমে মানবজীবনের বিভিন্ন ভাব, রস ও অভিব্যক্তিকে সুসংহত আঙ্গিকে প্রকাশ করার পথ নির্দেশ করেছেন। প্রথমদিকে নাট্যে নৃত্যের অনুপস্থিতি থাকলেও শিব-এর প্রবর্তিত তাণ্ডব নৃত্যের মাধ্যমে করণ ও অঙ্গহারের সংযোজন নাট্যকলায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। এর ফলে শুদ্ধ পূর্বরঙ্গ থেকে চিত্র পূর্বরঙ্গের উদ্ভব ঘটে, যা গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয়ে অধিক রঞ্জক, চিত্তাকর্ষক এবং রসময় হয়ে ওঠে।

করণকে নৃত্যের মৌলিক একক হিসেবে এবং অঙ্গহারকে তার সুসংগঠিত সমষ্টিগত রূপ হিসেবে নির্ধারণ করে নাট্যশাস্ত্র নৃত্যকলাকে একটি সুদৃঢ় কাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১০৮ প্রকার করণ এবং ৩২ প্রকার অঙ্গহারের বিন্যাস নৃত্যের আঙ্গিক, গতি ও লয়ের বৈচিত্র্যকে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে এবং শিল্পচর্চাকে নিয়মতান্ত্রিক রূপ প্রদান করে।

এর পাশাপাশি, আচার্য অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যার মাধ্যমে করণের গতি ও স্থিতির দ্বৈত স্বরূপ আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা নৃত্যকলার তাত্ত্বিক গভীরতাকে সমৃদ্ধ

করে। এই তত্ত্বগুলি কেবল শারীরিক ভঙ্গিমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে নান্দনিকতা, ভাবপ্রকাশ এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্য।

আধুনিক যুগে এই তত্ত্বগুলির গুরুত্ব আরও নতুনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমানের শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলী—যেমন ভরতনাট্যম, কুচিপুড়ি, ওড়িষি প্রভৃতিতে করণ ও অঙ্গহারের প্রয়োগ সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। নৃত্যশিল্পীরা আজও এই প্রাচীন নিয়মাবলীকে অনুসরণ করে তাদের উপস্থাপনাকে শাস্ত্রীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। একই সঙ্গে সমসাময়িক মঞ্চনাট্য, নৃত্যনাট্য এবং পরীক্ষামূলক পরিবেশনায়ও এই তত্ত্বগুলির সৃজনশীল পুনর্ব্যাখ্যা ঘটছে, যার ফলে প্রাচীন ও আধুনিকের এক সুন্দর সংলাপ সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর যুগে ডিজিটাল মঞ্চ, আলোকসজ্জা ও দৃশ্য বিন্যাসের সঙ্গে করণ ও অঙ্গহারের সমন্বয় নাট্যকলাকে আরও বহুমাত্রিক করে তুলেছে। আন্তর্জাতিক স্তরেও ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রসার এই তত্ত্বগুলির সার্বজনীনতা ও প্রাসঙ্গিকতার প্রমাণ বহন করে।

অতএব, নাট্য, নৃত্য ও সংগীতের সমন্বয়ে গঠিত এই শাস্ত্রীয় প্রণালী ভারতীয় সংস্কৃতির এক অনন্য ঐতিহ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। করণ ও অঙ্গহারের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ নাট্যকলাকে শুধু দৃশ্যমান শিল্পে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং তা দর্শকের মনে রসাস্বাদন, ভাবানুভূতি এবং নন্দনচেতনার গভীর বিকাশ ঘটায়।

পরিশেষে বলা যায়, নাট্যশাস্ত্র-এ প্রতিপাদিত এই নৃত্যতত্ত্ব আজও সমান প্রাসঙ্গিক এবং আধুনিক শিল্পচর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এই মেলবন্ধনই নাট্যকলাকে চিরন্তন ও জীবন্ত করে রেখেছে।

অন্তটীকা (End note) –

I. নাট্যশাস্ত্র, চতুর্থ অধ্যায়, শ্লোক নং 30
II. তত্রৈব, শ্লোক নং 19-27
III. তত্রৈব, শ্লোক নং 175-177
IV. তত্রৈব, শ্লোক নং 178-179
V. তত্রৈব, শ্লোক নং 180-181
VI. তত্রৈব, শ্লোক নং 182-183
VII. তত্রৈব, শ্লোক নং 184-185
VIII. তত্রৈব, শ্লোক নং 186-187
IX. তত্রৈব, শ্লোক নং188-190
X. তত্রৈব, শ্লোক নং191-192
XI. তত্রৈব, শ্লোক নং193-194
XII. তত্রৈব, শ্লোক নং195-197

সন্দর্ভগ্রন্থসূচী:-

- দ্বিবেদী, ড. পারসনাথ: (২০১৫). নাট্যশাস্ত্রম্ (দ্বিতীয় ভাগ:). বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়।
- শাস্ত্রী, শ্রী বাবুলাল শুক্ল. (২০১৫). নাট্যশাস্ত্রম্ (দ্বিতীয় ভাগ:). বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান।
- শাস্ত্রী, মধুসূদন. (1975). নাট্যশাস্ত্রম্ (দ্বিতীয় ভাগ). বারাণসী: কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।
- মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলিকা. (2018). নাট্যশাস্ত্রম্ (প্রথম ও ষষ্ঠ অধ্যায়) . কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।:
- সাহিত্যভূষণ, পণ্ডিত কেদারনাথ . (1943). নাট্যশাস্ত্রম্ . বম্বে : নির্ণয় সাগর প্রেস।
- ড. নগেন্দ্র, ওঝা, ড. দশরথ, চৌধরী, সত্যদেব. নাট্যদর্পণ, দিল্লী : দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়।
- মুখোপাধ্যায়, ড. বিমলাকান্ত . (2013). সাহিত্যদর্পণ . কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
- Ghosh, Manomohan. (1951). The Natyasastra. Calcutta: Asiatic Society of Bengal.
- Coomaraswamy, Ananda & Duggirala, Gopala Kristnayya. (1917). The Mirror of Gesture Being the Abhinaya Darpan.a of NandikeŚvara. Cambridge: Harvard University Press.
- Sastri, Pandit S.Sburahmanya.(1943). Sangitaratnakara of Sarngadeva. Madrass: The Adyar Library.

অন্তর্জালসূচী -

- www.archive.org
- www.sanskritlibrary
- https://sodhganga.inflibent.ac.in
- www.epustakalaya
- https://shabdraham.com
- https://m.sahityakunj.net